ষান্মাসিক বুকলেট

(জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৫)

১ম সংখ্যা

মসজিদ

মন্দির

প্যাগোডা

গীর্জা

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.mora.gov.bd

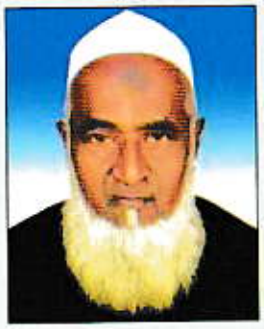

বাণী

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ষান্মাষিক বুকলেট-১ম সংখ্যা প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ ধরণের প্রকাশনা মন্ত্রণালয়ের নানাবিধ কার্যক্রমের বিভিন্ন তথ্য জনগণের সামনে আরো সহজ ও সুন্দরভাবে তুলে ধরবে। এ ষান্মাষিক বুকলেট প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি অভিনন্দন জানাই।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রম প্রচার ও প্রসারের বুকলেট প্রকাশের এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আমি আশা করি। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(অধ্যক্ষ মতিউর রহমান)
মন্ত্রী
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাণী

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ষান্মাষিক বুকলেট (জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৫) প্রকাশ করতে পেরে আমি আনন্দিত। এ কাজে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন। এ চলমান উদ্যোগ অব্যাহত রাখার অনুরোধ জানাই। মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম একটি বুকলেটের মাধ্যমে প্রকাশিত হলে তা সকলকে আলোকিত করবে। স্বচ্ছ ও গতিশীল হবে আমাদের দায়িত্ব-এ আশাবাদ রইল।

(ড. চৌধুরী মোঃ বাবুল হাসান)
সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

পরিচিতি

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ধর্ম বিষয়ক কার্যক্রম প্রথমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে শুরু হয়। অতঃপর এ মন্ত্রণালয় ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও ধর্ম মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত ছিল। ২৫ জানুয়ারি, ১৯৮০ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (Ministry of Religious Affairs) একটি পৃথক মন্ত্রণালয় হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বিগত ৮ মার্চ, ১৯৮৪ সালে মন্ত্রণালয়টির নামকরণ করা হয় Ministry of Religious Affairs and Endowment. পরবর্তীতে ১৪ জানুয়ারী, ১৯৮৫ তারিখে উক্ত নাম পরিবর্তন করে পুনরায় মন্ত্রণালয়ের নামকরণ করা হয় Ministry of Religious Affairs তথা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। ১৯৮০ সালে কার্যক্রম শুরু থেকে স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় হিসেবে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সরকারের ধর্ম বিষয়ক সকল কার্যক্রম পরিচালনাসহ এর আওতাধীন দপ্তরগুলোর কার্যক্রমের মনিটরিং ও সমন্বয় করছে।

রূপকল্প (Vision) ও অভিলক্ষ্য (Mission)

রূপকল্প (Vision) ঃ ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন অসাম্প্রদায়িক সমাজ ।

অভিলক্ষ্য (Mission)ঃ ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিকাশের মাধ্যমে উদার ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সার্বজনীন সমাজ প্রতিষ্ঠা।

মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অফিস/ সংস্থাসমূহ

- ইসলামিক ফাউন্ডেশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
- হজ অফিস, আশকোনা, বিমানবন্দর, ঢাকা
- বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা, সৌদি আরব
- ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা
- হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা
- বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা
- খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা

মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ইসলাম ধর্মের পাঁচ মূল স্তম্ভের মধ্যে হজ একটি অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। হজ একটি স্পর্শকাতর ধর্মীয় বিষয়, যার সাথে ধর্মীয় অনুভূতি জড়িত। এ বিশাল কর্মকান্ড বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পাদন করে থাকে। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর হজ ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক গুণগত পরিবর্তন এসেছে; যা দেশে-বিদেশে সর্বোপরি প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রশংসিত হয়েছে।

মহান বিজয় দিবস-২০১৫ উপলক্ষে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল।

পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে আয়োজিত মিলাদ মাহফিলে মাননীয় মন্ত্রী অধ্যক্ষ মতিউর রহমান, সচিব ড. চৌধুরী মোঃ বাবুল হাসান ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কার্যক্রম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ভিশন-২০২১ এর লক্ষ্য অর্জন সর্বোপরি দাপ্তরিক কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে মন্ত্রণালয় কর্তৃক তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণে এ যাবত গৃহিত কার্যক্রম ঃ

(১) মন্ত্রণালয়ে ডেডিকেটেড ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ গ্রহণ করা হয়েছে;

(২) মন্ত্রণালয়ের তথ্যবহুল নিজস্ব ওয়েবসাইট (www.mora.gov.bd) রয়েছে।

(৩) অন-লাইন হজ ম্যানেজম্যান্ট সিস্টেম (www.hajj.gov.bd) চালু করা হয়েছে;

(৪) পবিত্র গ্রন্থ আল-কোরআনের ডিজিটাল ভার্শন (www.quran.gov.bd) প্রকাশ করা হয়েছে;

(৫) মন্ত্রণালয়ের সাধারণ ই-মেইল ঠিকানার (moragovbd@gmail.com) মাধ্যমে দাপ্তরিক যোগাযোগ করা হচ্ছে এবং নিয়মিত মেইল চেক করে গৃহিত ও প্রেরিত মেইলের রেকর্ড সংরক্ষণপূর্বক কার্যক্রম গৃহিত হচ্ছে;

(৬) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হচ্ছে;

(৭) দাপ্তরিক কাজে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কম্পিউটারের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং সভা/সেমিনারে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করা হচ্ছে;

(৮) মাসিক সভায় ই-সেবা, ওয়েবসাইটে তথ্য সমৃদ্ধিসহ ব্যবহারকারী বান্ধবকরণ এবং ই-যোগাযোগের বিষয় আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

হজ ব্যবস্থাপনায় আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে হজ ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ প্রয়োগ নিশ্চিত করা হয়েছে। www.hajj.gov.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এর ফলে অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় হজ ব্যবস্থাপনা সাফল্যের মাপকাঠিতে শীর্ষে উন্নীত হয়। এ সিস্টেমের মাধ্যমে সার্বিক হজ ব্যবস্থাপনায় যাবতীয় কার্যাবলী অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। ফলে হজযাত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ প্রতিদিন তথ্য প্রযুক্তির সুফল ভোগ করছেন।

অত্যাধুনিক তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সৌদি হজ মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক সকল হজযাত্রীর তথ্য ডাটাবেইজে সংরক্ষণ করে অনলাইনে ভিসা লজমেন্ট ও হজের আনুষঙ্গিক তথ্যাবলী সৌদি দূতাবাস ও মুয়াসসাসাকে প্রেরণ করা হয়। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত আইটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে হজ ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়:

- হজযাত্রী ও এ সংক্রান্ত সকল প্রকার সেবা নিশ্চিত করার জন্য ঢাকা হজ অফিসসহ সৌদি আরবের মক্কা, মদিনা ও জেদ্দায় আই.টি. হেল্পডেস্ক স্থাপনের মাধ্যমে তথ্য সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে।

- ঢাকা হজ ক্যাম্পে ডাটাবেইজ ও ইন্টারনেট সার্ভারসহ স্ক্যানার, প্রিন্টার ও হাইস্পিড ইন্টারনেট ব্যান্ড উইথসহ পর্যাপ্ত কম্পিউটার ও প্রয়োজনীয় নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তথ্যসেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

- ওয়েববেইজড হজ ব্যবস্থাপনা সফট্ওয়ার তৈরী করা হয়েছে।

- অনলাইনে হজযাত্রীদের আবেদন গ্রহণ ও আবেদনের তথ্যাবলীর ভিত্তিতে ডাটাবেইজ তৈরি ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।

- অনলাইনে সৌদি দূতাবাসের ভিসা লজমেন্ট করার সফটওয়্যার, বারকোড ট্রাকিং আইডি এবং এম্বারকেশন কার্ড ও প্রিন্টিং সফটওয়্যার ইত্যাদি তৈরী করা হয়েছে।

- সরকারি হজযাত্রীদের ভিসা লজমেন্ট, এম্বারকেশন কার্ড প্রিন্ট ও এতদসংক্রান্ত সকল কাজ সু-সম্পন্ন হয়েছে।

- হজ ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন ও পরিচালনার জন্য হজ এজেন্সিসমূহের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করার ব্যবস্থা আছে।

- ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া দ্রুত করতে পুলিশের ব্যবহার উপযোগী বারকোড স্টিকার প্রস্তুত ও হজযাত্রীদের ছবিসহ ডাটাবেইজ সরবরাহ করা হয়।

- ডাটাবেইজ থেকে সরকারি ও বেসরকারি হজযাত্রীদের পরিচয়পত্র তৈরি এবং মোয়াল্লেমের জন্য পারফোরেটেড শিট তৈরি করে এজেন্সিকে সরবরাহ করা হয়।

- সরকারি ও বেসরকারি সকল হজযাত্রী ও তাঁদের স্বজনদেরকে মোয়াল্লেম, সংশ্লিষ্ট এজেন্সি/আবাসন এবং বিমানে যাত্রার তারিখ সম্পর্কিত তথ্য প্রদান ও তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

• সরকারি হজযাত্রীদের ব্যাংকে টাকা জমা দেয়ার তালিকা তৈরি ও আবাসনের বরাদ্দপত্র প্রিন্ট করে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

• সৌদি আরবের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত সহজতর করতে হজযাত্রীদের আবাসন চিহ্ন সংবলিত মক্কা, মদিনা ও মিনার ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে।

• মক্কা এবং মিনায় আইটি হেল্পডেস্ক থেকে হজযাত্রীদের চাহিদা মোতাবেক ম্যাপ বিতরণসহ সার্বক্ষণিক সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে।

• হজ অফিসের চাহিদা মোতাবেক স্থির ও চলমান চিত্র ধারণ ও প্রচার করা হয়।

• ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও হজ অফিসের চাহিদা মোতাবেক MIS রিপোর্ট তৈরী করা হয়েছে।

• হজযাত্রীদের মৃত্যু সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে।

• এসএমএস ব্রডকাস্টিং এবং পুশপুল সার্ভিসের মাধ্যমে হজযাত্রী এবং তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের হজ সংক্রান্ত তথ্য জানানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

• IVR (Interactive Voice Response) সিস্টেমের মাধ্যমে হজযাত্রী এবং তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের হজ সংক্রান্ত তথ্য সেবা প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

• ঢাকা ও জেদ্দা বিমান বন্দরের হাজীদের আগমন ও প্রত্যাগমনের সঠিক তথ্য সংগ্রহ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে।

• ডাটাবেইজ সার্চ ও ফটো সার্চ পদ্ধতি ব্যবহার করে ছবিসহ হজযাত্রী, মোয়াল্লেম, এজন্সি/আবাসন তথ্য প্রিন্ট করে কন্ট্রোল রুমের সহায়তায় হজযাত্রীকে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও দুঃস্থদের উন্নয়ন

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন মসজিদ, মন্দির, ইসলাম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ঈদগাহ ও কবরস্থান সংস্কার/মেরামত ও পুনর্বাসন, হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (মন্দির/শ্মশান) সংস্কার/মেরামত, বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার/মেরামত, খ্রিস্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (প্যাগোডা) সংস্কার/মেরামত, খ্রিস্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (সেমিট্রি) সংস্কার/মেরামত এবং দুস্থ মুসলিম ও দুঃস্থ হিন্দু পুনর্বাসন এর জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়ে থাকে।

মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ইসলামিক ফাউন্ডেশন একটি বিধিবদ্ধ স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা। বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ এক অধ্যাদেশবলে ইসলামের মহান আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রচার ও প্রসার কার্যক্রমকে বেগবান করার লক্ষ্যে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করেন। ২৮ মার্চ ১৯৭৫ সালে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ্যাক্ট ১৯৭৫' প্রণীত হয়। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান এবং প্রাচীনকাল থেকে এ দেশে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের লালন এবং চর্চা হয়ে আসছে। এ লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে যাচ্ছে। বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর বিভিন্ন কার্যক্রম প্রধান কার্যালয়ের ১৪টি বিভাগ, ৬৪টি বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়, ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী এবং ৩৯টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্রের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর ৪০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন এখন সরকারি অর্থে পরিচালিত মুসলিম বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ সংস্থা হিসেবে নন্দিত। এ প্রতিষ্ঠান থেকে এ যাবত পবিত্র কুরআনের বাংলা তরজমা, তাফসীর, হাদীস গ্রন্থের অনুবাদ, রাসূল (সা)-এর জীবন ও কর্মের উপর রচিত ও অনূদিত গ্রন্থ, ইসলামের ইতিহাস, ইসলামী আইন ও দর্শন, ইসলামী অর্থনীতি, সমাজনীতি, সাহাবী ও মনীষীগণের জীবনী ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রায় ৪ হাজারেরও অধিক শিরোনামে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এসব গ্রন্থ শুধু বাংলাদেশের পাঠকের কাছেই নয়,

বিশ্বের অন্যান্য দেশে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়ে আসছে। এ প্রতিষ্ঠান ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়সহ সারা দেশের ৭টি বিভাগীয় ও ৫৭টি জেলা কার্যালয়, আর্ত-মানবতার সেবায় ৪৯টি ইসলামিক মিশন, ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীর মাধ্যমে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। বৃহত্তর কলেবরে ২৬ খন্ডে ২৮ ভলিউম ইসলামী বিশ্বকোষ, ২২ খন্ডে সমাপ্য সীরাত বিশ্বকোষ, যার ১৪টি খন্ড ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়ে পাঠক মহলে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হচ্ছে।

হজ অফিস, ঢাকা

পবিত্র হজ ইসলামের মূল ৫টি স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম । আর্থিকভাবে স্বচ্ছল এবং দৈহিকভাবে সামর্থবান প্রতিটি সুস্থ নর-নারীর জীবনে একবার হজব্রত পালন করা ফরজ। আল্লাহ্ তায়ালার নৈকট্যলাভের ব্যকুলতা হজের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করে। হজ ব্যবস্থাপনা ধর্মীয় বিধানের আলোকে একটি বিশ্বজনীন দ্যোতনা লাভ করেছে যা মুসলিম উম্মাহর সৌভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিবেদিত। চান্দ্রমাসের হিসাবমতে যিলহজ মাসের ৮ হতে ১৩ তারিখ পর্যন্ত হজ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এটিই মুসলমানদের সবচাইতে বড় ধর্মীয় সমাবেশ। বাংলাদেশের হজ ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক, সুষ্ঠু ও সুব্যবস্থপনা সংবলিত করার লক্ষ্যে হজ অফিস ঢাকার নিরন্তর প্রচেষ্ঠা অব্যাহত আছে। হজ ব্যবস্থাপনাকে সুসংহত করার জন্য হজ অফিসের কর্মতৎপরতা জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ।

হজ-২০১৫ উপলক্ষে প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে সচিব ড. চৌধুরী মোঃ বাবুল হাসান কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা।

বিমানে ওঠার পূর্বক্ষণে সারিবদ্ধ হজযাত্রীগণ

বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসন

বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসন একটি ইসলাম ধর্মীয় অনুশাসন ভিত্তিক, সামাজিক কল্যাণকর ও সেবামূলক স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা। ১৯৩৪ সালের বেঙ্গল ওয়াক্ফ এ্যাক্টের বলে এ সংস্থার সৃষ্টি হয়। ১৯৬২ সালের ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ অনুযায়ী ওয়াকিফের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নসহ ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহের তদারকি, নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করাই এ সংস্থার মূল লক্ষ্য। ফলশ্রুতিতে ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ সংশোধনী আইন ২০১৩ এবং ওয়াক্ফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। Service Delivery দ্রুত ও কার্যকর করার লক্ষ্যে এ কার্যালয়ের ইনোভেটিভ কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে এবং এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

ওয়াক্ফ প্রশাসনের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

- ওয়াক্ফ সম্পত্তি তালিকাভুক্তকরণ (বর্তমান তালিকাভুক্ত ওয়াক্ফ এস্টেটের সংখ্যা ২১,৪৭৩ টি);
- ওয়াক্ফ সম্পত্তির প্রকৃতি ও পরিমাণ নির্ধারণ, হিসাব, রিটার্ন ও তথ্য সংগ্রহ;
- ওয়াক্ফের উদ্দেশ্য ও কল্যাণকর কার্যাদিতে সম্পত্তি ও এর আয়ের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- ওয়াক্ফ সম্পত্তির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত নির্দেশনা প্রদান;
- ওয়াক্ফ দলিলে মুতাওয়াল্লীর পারিশ্রমিকের উল্লেখ না থাকলে পারিশ্রমিক নির্ধারণ;
- ওয়াক্ফ সম্পত্তি অধিগ্রহণ বাবদ ক্ষতিপূরণে প্রাপ্ত অর্থ বিনিয়োগের জন্য নির্দেশ প্রদান;
- মোতাওয়াল্লীর বেআইনী কার্যকলাপের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ওয়াক্ফ সম্পত্তি হতে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী উচ্ছেদ করা;
- কোন সম্পত্তি ওয়াক্ফ কিনা এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান;
- বিচারাধীন মামলা মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা, পরিচালনা ও তদারকি করা, এবং ওয়াক্ফের যথাযথ নিয়ন্ত্রণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন।

হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

১৯৮৩ সালে ৬৮ নং অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশের হিন্দু জনগোষ্টির ধর্মীয় কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে সরকার হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী পদাধিকারবলে এ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান এবং সরকার কর্তৃক ৩ (তিন) বছরের জন্য মনোনীত ২১ জন বিশিষ্ট হিন্দু ব্যক্তিত্ব নিয়ে গঠিত ট্রাস্ট বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে ।

হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের বিভিন্ন কার্যাবলি :

• নির্ধারিত ফরমে আবেদন করলে এবং আবেদন বিবেচিত হলে হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও দুঃস্থ ব্যক্তিকে ট্রাস্ট হতে অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে।

• হিন্দুদের বৃহৎ ধর্মীয় উৎসব সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপনের নিমিত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল থেকে প্রাপ্ত অর্থ বিভিন্ন পূজা মণ্ডপে বিতরণ করা হয়ে থাকে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দুর্গাপূজা উপলক্ষে ১,৫০,০০,০০০/-টাকা ৮,০০০টি পূজা মণ্ডপে বিতরণ করা হয়েছে।

• দেশে হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জরিপকার্য পরিচালনার নিমিত্ত হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের তালিকা তৈরি করা হয়। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে এ পর্যন্ত বিভিন্ন জেলা থেকে প্রাপ্ত আবেদনের ভিত্তিতে প্রায় ১০,০০০টি প্রতিষ্ঠানকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

• হিন্দু ধর্মীয় বিভিন্ন পর্ব এবং জাতীয় দিবসসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের লক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

• মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটি সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে বাস্তবায়িত একটি প্রকল্প। প্রাক-প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষাস্তরে মোট ৫৭৫০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশে ৫৩টি জেলা /আঞ্চলিক কার্যালয়ের অধীনে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করাই এ প্রকল্পের মূল কাজ। ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে প্রকল্পের আওতায় ৫৫০০টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে মোট ১,৬৫,০০০ জন শিক্ষার্থীকে পাঠদান করা হচ্ছে এবং বয়স্ক শিক্ষাস্তরে ২৫০ টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে মোট ৬২৫০ জন শিক্ষার্থীকে স্বাক্ষরক্ষম করে তোলা হচ্ছে।

• হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক "ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সেবাইত ও পুরোহিদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের ০৭টি বিভাগে ০৭টি শাখা অফিসের মাধ্যমে তিন বছরে ২৫,৬০০ জন ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রকল্পটির কার্যক্রম এ অর্থ বছরে শুরু করা হয়েছে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে দেখা যাচ্ছে ট্রাস্টের ভাইস-চেয়ারম্যান বিচারপতি গৌর গোপাল সাহাকে।

বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

দেশের বৌদ্ধ জনসাধারণের ধর্মীয় কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে ১৯৮৩ সনের ৬৯ নম্বর রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ-এর ৩ ধারার বিধান অনুসারে ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৮৪ সনে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। বৌদ্ধ ধর্মীয় উপাসনালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বৌদ্ধ ধর্ম চর্চার ক্ষেত্র তৈরী, সামগ্রিক উন্নয়ন, উপাসনালয়ের পবিত্রতা রক্ষা প্রভৃতি কার্যগুলো সুচারুরূপে সম্পাদনের লক্ষ্যে যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করাই এ ট্রাস্টের প্রথম ও প্রধান কাজ। বর্তমান গণতান্ত্রিক মহাজোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে সরকারের সদিচ্ছা ও সক্রিয় সহযোগিতায় ট্রাস্ট এর কার্যক্রম ও কর্মতৎপরতা ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। এর ফলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার প্রসার বৃদ্ধি পেয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মীয় ঐতিহাসিক পটভূমি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বাংলাদেশের ঘরে ঘরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে দেখা যাচ্ছে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয়গুরু ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

• বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর হতে শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমা উদ্‌যাপন তথা দানোত্তম কঠিন চীবর দান উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে ট্রাস্টের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিবছর বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের বরাবরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে বিশেষ অনুদান প্রদান করে আসছেন। শুভ বুদ্ধপূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমা উদ্‌যাপন তথা দানোত্তম কঠিন চীবর দান উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে চলতি অর্থবছরে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে যা ট্রাস্টি বোর্ডের সভার অনুমোদনক্রমে দেশের ৩৫৫টি অস্বচ্ছল বৌদ্ধ বিহারে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিলিবন্টন করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয়গুরু ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।- পিআইডি

• বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট প্রথমবারের মতো সরকারের অর্থায়নে "প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা" শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলায় প্রাথমিকভাবে ২০টি শিক্ষাকেন্দ্র করে ৫টি জেলায় মোট ১০০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে জানুয়ারি ২০১৫ হতে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এতে তৃণমূল পর্যায়ে ১০০ বৌদ্ধ নারী-পুরুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ভবিষ্যতে এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট বিষয়ক অধ্যাদেশ জারির ২৬ বৎসর পর বিগত সরকারের আমলে ৫ নভেম্বর ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে বহু প্রত্যাশিত খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করা হয়। ৭ সদস্য বিশিষ্ট ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী অধ্যক্ষ মতিউর রহমান, ভাইস-চেয়ারম্যান সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট প্রমোদ মানকিন এম.পি, ট্রাস্টি-জনাব হিউবার্ট গমেজ, মিসেস রীনা দাস, জনাব জেমস সুব্রত হাজরা, জনাব উইলিয়াম প্রলয় সমদ্দার এবং ট্রাস্টি ও সচিব জনাব নির্মল রোজারিও।

৫ নভেম্বর ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন গির্জা, কবরস্থান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্মাণ, মেরামত,সংস্কার, মাটিভরাট ও উন্নয়নের কাজের জন্য এই পর্যন্ত ১৩৩টি চার্চ, কবরস্থান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১ কোটি ২০ লক্ষ ৫৫ হজার টাকার অনুদান বিতরণ করেছে।

খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক অনুদানের চেক বিতরণ অনুষ্ঠান

জাতীয় শোক দিবস পালন

খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ও বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় গত ১৫ আগষ্ট ২০১৫ তারিখে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের স্মরণে ও আত্মার কল্যাণ কামনা করে তেজগাঁও হলি রোজারি চার্চে বিশেষ প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়। প্রার্থনা সভায় মাননীয় সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ও ট্রাস্টের ভাইস-চেয়ারম্যান এডভোকেট প্রমোদ মানকিন এমপি, ট্রাস্টের ট্রাস্টি ও সচিব জনাব নির্মল রোজারিও, ট্রাস্টি জনাব হিউবার্ট গমেজ ও জনাব জেমস সুব্রত হাজরাসহ খ্রিস্টান সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন । প্রার্থনা সভাটি পরিচালনা করেন তেজগাঁও ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার আলবার্ট টি রোজারিও।